بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

তাওহীদের সঠিক জ্ঞান অর্জন ও সকলক্ষেত্রে তাওহীদ প্রয়োগ

শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা।

মোবাইল নাম্বার- ০১৭১২-১৪২৮৪৩

তাওয়াগিতদের কর্তৃত্ব, বিচার ও আইন মান্য করলে কোন ব্যক্তি ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ সম্পর্কে নিম্মে কুরআনের দলিল পেশ করা হলঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

অর্থঃ " আমি আপনার প্রতি গ্রন্থ নাযিল করেছি যেটি এমন যে তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদাআত, রহমত এবং মুসলিমীনদের জন্যে সুসংবাদ।" (সুরা নাহল-১৬ঃ৮৯)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থঃ "মৃত জন্তু, রক্ত, শুয়োরের গোশ্‌ত ও যে জন্তু আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই (কিংবা উৎসর্গ) করা হয়েছে, (তা সবই) তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরা, আঘাত খেয়ে মরা, ওপর থকে পড়ে মরা, শিংয়ের আঘাতে মরা, হিংস্র জন্তুর খাওয়া জন্তুও (তোমাদের জন্য হারাম), তবে তোমরা তা যদি (জীবিত অবস্থায় পেয়ে) যবাই করে থাকো (তাহলে তা হারাম নয়) পূজার বেদীতে বলি দেয় জন্তুও হারাম, (লটারি কিংবা) জুয়ার তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য নির্ণয় করা (হারাম), এর সব কয়টাই হচ্ছে বড়ো (বড়ো) গুনাহের কাজ, আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীন (নির্মূল করা) সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় করো; আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নিয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবন বিধান হিসেবে আমি ইসলামকেই মনোনীত করলাম; (হারামের ব্যাপারে মনে রেখো,) কোনো ব্যক্তিকে ক্ষুধার তাড়নায় হারাম খেতে বাধ্য করা হয়, কিন্তু (ইচ্ছা করে) সে কোনো পাপের দিকে ঝুঁকে পড়তে না চায় (তার ব্যাপারটা আলাদা), অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সুরা মায়েদা-৫ঃ৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অর্থঃ "হে ঈমানদার মানুষেরা, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, আনুগত্য করো (তাঁর) রাসূলের এবং সেসব লোকদের, যারা তোমাদের মাঝে দায়িত্বপ্রাপ্ত, অতপর কোনো ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্যে) আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও, যদি তোমরা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহর ওপর এবং শেষ বিচার দিনের ওপর ঈমান এনে থাকো! (তাহলে) এই পদ্ধতিই হবে (তোমাদের বিরোধ মীমাংসার) সর্বোৎকৃষ্ট উপায় এবং বিরাধপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাখ্যার দিক থেকেও (এটি(হচ্ছে উত্তম পন্থা ।" (সুরা নিসাঃ৪ঃ৫৯)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

অর্থঃ "(হে মানুষ,) তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা তো আল্লাহ তায়ালারই হাতে; (বলো হে নবী,) এ হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা, তিনিই আমার মালিক, আমি তাঁর ওপরই নির্ভর করি এবং আমি তাঁর দিকেই রুজু করি ।" (সুরা শুরা-৪২ঃ১০)

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে বুঝা গেল যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন। সুতরাং অন্য কোন ধর্ম বা মতবাদের দিকে আল্লাহ আমাদেরকে মুখাপেক্ষী রাখেননি।

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) মানব জীবনের এমন কোন দিক বাদ রাখেননি যে ব্যাপারে তিনি দিক-নির্দেশনা দেননি। এমনকি প্রসাব-পায়খানার আদব, স্ত্রী সহবাসের আদব, ঘুমানো-সজাগ হওয়া, উঠা-বসা, খানা-পিনা, আরোহন-অবতরন, সফর করা, মুকিম থাকা, কথা বলা, চুপ থাকা, নির্জনতা, সামাজিকতা, ধনী-গরীব, সুস্থ-অসুস্থ, জীবন-মরণের সব বিধান বর্ণনা করেছেন। গেছেন। এছাড়া আরশ-কুরসী, ফিরিশতা, জ্বিন, জান্নাত-জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ, কিয়ামত-আখিরাত সম্পর্কে এমন ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যেন আমাদের চোখের সামনে। আবর দেখি পূর্বের বিভিন্ন জাতি এবং তাদের নবী ও রাসূলদের ঘটনাবলী এমন ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যেন তিনি তাদের মধ্যেই ছিলেন। অপরদিকে তিনি পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। রাখাল থেকে শুরু করে রাষ্ট্র নায়ক, ব্যবসায়ী হতে শুরু করে যুদ্ধের কমান্ডর পর্যন্ত। সব রকম মানুষের জন্য তিনি আদর্শ স্থাপন করেছেন।

আইন প্রণয়নের যে সকল গুণের প্রয়োজন তা কেবল আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়। সে গুণ গুলো হচ্ছেঃ

১। **আল হিকমাতুল কামিলাহঃ**

তা না হলে কোনটি মানুষের জন্য কল্যাণকর আর কোনটি অকল্যাণকর তা জানতে ব্যর্থ হবে। আর এই গুণটি কেবল আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে।

وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

অর্থঃ **"আর তুমিই হচ্ছো সর্বোচ্চ বিচারক।"** (সুরা হুদ-১১ঃ৪৫)

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

অর্থঃ **"(মূলত) আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।"** (সুরা ইউসুফ-১২ঃ৮০)

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

অর্থঃ **"অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সবজ্ঞ ও (প্রজ্ঞাময়) কুশলী।"** (সুরা ইউসুফ-১২ঃ৮৩)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

অর্থঃ **"আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বিচারক নন?** (সুরা ত্বীন-৯৫ঃ৮)

২। দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে আইন প্রণয়নকারীকে 'রাহমাতে কামিলাহ'ঃ

অর্থাৎ সকলের প্রতি পূর্ণ সদয় ও করুনাময় হতে হবে: তা না হলে সে আইন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হবে এবং তার অপব্যবহার হবে। আর এ গুণটিও কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায়। কুরআনের দলিল নিম্মে পেশ করা হলঃ (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেনঃ)

وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ **"তিনি সর্বাধিক দয়ালু।"** (সুরা ইউসুফ-১২ঃ৬৪)

৩। নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচারক হতে হবেঃ

স্বার্থবাদী ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবে না। আর এ গুণটিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায়। ইরশাদ হচ্ছে-

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

অর্থঃ **"বলুনঃ হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও রহম করুন। রহমকারীদের মধ্যে আপনি শ্রেষ্ঠ রহমকারী।"** (সুরা মুমিনুন-২৩ঃ১১৮)

وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

অর্থঃ **আল্লাহ ফয়সালা করেন সঠিকভাবে, আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, তারা কিছুই ফয়সালা করে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন"** । (সুরা মুমিন-৪০ঃ২০)

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

অর্থঃ **আল্লাহ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী"**। (সুরা আন্‌আম-৬ঃ ৫৭)

৪। <u>আল ইলমুল মুহিত বা সর্বময় জ্ঞানী হতে হবেঃ</u>

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব কিছুর জ্ঞান থাকতে হবে: নতুবা ভবিষ্যতে এ আইন দ্বারা কি সমস্যা হবে তা জানতে ব্যর্থ হবে এবং পওে আবার আইন সংশোধন করতে হবে, যেমন আমাদেও দেশে বার বার আইন পরিবর্তন করতে হচ্ছে। আর আর এ গুণটিও কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায়। কারণ আল্লাহর কাছে কোন অতীত বা ভবিষ্যত নাই তার কাছে সবই বর্তমান। এমনকি তিনি অন্তরের খবরও জানেন। এ সম্পর্কে কুরআনের দলিল নিম্মে পেশ করা হলোঃ

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থঃ **"তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত"**। (সুরা হাদীদ-৫৭ঃ৬)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

অর্থঃ **"চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।"** (সুরা মুমিন- ৪০ঃ১৯)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

অর্থঃ **"তুমি কি কখনো এটা অনুধাবন করো না যে, আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তায়ালা তা সবই জানেন; কখনো এমন হয় না যে, তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন সলাপরামর্শ হয় এবং (সেখানে) 'চতুর্থ' হিসেবে আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচ জনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয় না, যেখানে) 'ষষ্ঠ' হিসেবে তিনি থাকেন না, (এ সলা পরামশ্যকারীদের সংখ্যা) তার চাইতে কম হোক কিংবা বেশী, তারা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ তায়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন, অতপর কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাদের (সবাইকে) বলে দিবেন তারা কি কাচ করে এসেছে; আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত রয়েছেন।"** (সুরা মুজাদালাহ-৫৮ঃ৭)

أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

অর্থঃ **"তিনি কী (সৃষ্টি সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে) জানবেন না, যিনি (এর সবকিছু) বানিয়েছেন, (বস্তুত) আল্লাহ তায়ালা অত্যান্ত সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত"** । (সুরা মূলক-৬৭ঃ১৪)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

অর্থঃ **"নিসন্দেহে আমি মানুষদের সৃষ্টি করেছি, তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি, (কারণ) আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে (অবস্থান করি)"** । (সুরা ক্বাফ-৫০ঃ১৬)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

অর্থঃ **"তাদের বর্তমান ভবিষ্যতের সব কিছুই তিনি জানেন, তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোনো কিছুই (তাঁর সৃষ্টির) কারো জ্ঞানের সীমা পরিসীমার আয়ত্তাধীন হতে পারে না, তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করেন (তবে তা ভিন্ন কথা), তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান যমীনের সব কিছুই পরিবেষ্টন করে আছে, এ উভয়টির হিফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না, তিনি পরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান ।"** (সুরা বাকারা-২ঃ২৫৫)

৫ । <u>আল কুদরাতুল কালিমা/সার্বভৌম ক্ষমতাঃ</u>

মূলত আইন বলা-ই হয় সার্বভৌমত্বের কমান্ড বা নির্দেশকে, কারণ যদি ক্ষমতা না থাকে তাহলে যারা আইন অমান্য করবে তাদেরকে পাকড়াও করা, যথাযথ শাস্তি দেয়া হবেনা । আর এ গুণটিও একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মধ্যেই পাওয়া যায় । কুরআনের দলিলঃ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ **"(হে নবী), তুমি বলো, হে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ), তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাম্রাজ্য দান করো, আবার যার কাছ থেকে চাও তা কেড়েও নিয়ে যাও, যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত করো, যাকে ইচ্ছা তুমি অপমানিত করো; সব রকমের কল্যাণ তো তোমার হাতেই নিবদ্ধ; নিশ্চয়ই তুমি সবকিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান ।"** আয়াতুল কুরসী (সুরা আল ইমরান-৩ঃ২৬)

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থঃ **"(কতো) মহান সেই পূণ্যময় সত্তা,যাঁর হাতে (রয়েছে আসমান যমীনের যাবতীয়) সার্বভৌমত্ব, (এ সৃষ্টি জগতের) সব কিছুর ওপর তিনি একক ক্ষমতাবান ।"** (সুরা মূলক-৬৭ঃ১)

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অর্থঃ **“তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি রাতের বেলা তোমাদেরকে মৃত (মানুষের মতো) করে ফেলেন, আবার দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু (যমীনের বুকে) করে বেড়াও, তাও তিনি (পুংখানুপুংখ) জানেন, পরিশেষে সেখানে তিনি তোমাদের (মৃতসম অবস্থা থেকে) আবার (জীবনের অবস্থায়) ফিরিয়ে আনেন, যাতে করে তোমাদের নির্দিষ্ট সময়কালটি এভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারে, (আর এ মেয়াদ পূরণ করার পর) তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন (একদিন) তাঁর দিকেই (সংঘটিত) হবে, অতপর তিনি তোমাদের (পুংখানুপুংখ) বলে দিবেন তোমরা (দুনিয়ায়) কী কাজ করছিলে ।”** (সুরা আন্‌আম-৬ঃ৬০)

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ

অর্থঃ **“আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদের (যাবতীয় বিষয়ের) ওপর পূর্ণ মাত্রায় কর্তৃত্বশীল, (এ জন্যেই) তিনি তোমাদের ওপর পাহাদার (ফিরিশতা) নিযুক্ত করেন; এমনকি (দেখতে দেখতে) তোমাদের কারো যখন মৃত্যু এসে হাযির হয়, তখন প্রেরিত ফিরিশতারা তার (জীবনের) সমাপ্তি ঘটিয়ে দেয়, (দায়িত্ব পালনে ফিরিশতারা) কখনো কোনো ভুল করে না ।”** (সুরা আন্‌আম-৬ঃ৬১)

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

অর্থঃ **“অতপর তাদের সবাইকে বিচারের জন্যে তাদের আসল মালিকের সামনে ফিরিয়ে নেয়া হবে; হুশিয়ার (থেকো, কারণ) যাবতীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কিন্তু একা তাঁর এবং ত্বতিৎ হিসাব গ্রহণে তিনি অত্যন্ত তৎপর ।”** (সুরা আন্‌আম-৬ঃ৬২)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

অর্থঃ**“তুমি (তাদের আরো) বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে, যে প্রথম বার বানাতে পেরেছিলো, অতপর (মৃত্যুর পর) আবারও তা সে তৈরী করতে পারবে! তুমি বলো, আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকে প্রথম অস্তিত্ব প্রদান করেন, অতপর দ্বিতীয়বার তিনিই তাতে জীবন দান করেন, (এরপরও) তোমাদের কেন (বার বার সত্য থেকে(বিচ্যুত করা হচ্ছে?** (সুরা ইউনুস-১০ঃ৩৪)

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

অর্থঃ **“(তাদের আরো) বলো, তোমাদের (বানানো) এসব শরীকদের মধ্যে এমন কে আছে যে মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে, (তুমি) বলো, (হাঁ) আল্লাহ তায়ালাই সঠিক পথ দেখাতে পারেন; যিনি সঠিক পথ দেখান তিনি অনুসরণের বেশী যোগ্য, না সে ব্যক্তি যে নিজেই কোনো পথের সন্ধান পায় না- যতক্ষণ না তাকে (সে) পথের সন্ধান দেয়া হয়, তোমাদের এ কি হলো, কেমন ধরনের ফয়সালা করো তোমরা?”** (সুরা ইউনুস-১০ঃ৩৫)